দৈনিক বাংলা

10 FEB 1990

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আদেশ লংঘন করে—

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

যশোর, ৯ই এপ্রিল।— প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আদেশ লংঘন করে যশোর সদর উপজেলার প্রাথমিক

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকের পদে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। ফলে, শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি অধিদফতরের এক আদেশে বলা হয়, সিনিয়রিটির ভিত্তিতে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ ৩১শে মার্চের মধ্যে পুরণ করতে হবে। কিন্তু যশোর সদর উপজেলায় কর্তৃপক্ষ মনগড়াভাবে সাত বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে পদোন্নতির জন্য আবেদনপত্র আহবান করেন। ঐ আবেদনের সাড়া দিয়ে ৭৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা পদোন্নতি পাওয়ার জন্যে আবেদনপত্র জমা দেন। ২৮ ও ২৯ শে মার্চ সদর উপজেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জনকে চুড়ান্তভাবে কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত করেন। কিন্তু অভিযোগ ঐ পরীক্ষায় কর্তৃপক্ষের পছন্দসই শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে। বিএ, এম এ ও বিএড শিক্ষক এবং যারা চাকরিতে সিনিয়র তাদের উপেক্ষা করা হয়েছে সুকৌশলে। এমন কি, চলতি বছরে যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত এমএ, বিএড শিক্ষককেও বাদ দেয়া হয়েছে। সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর চার মাস আগে ঐ সব শূন্য পদে নিয়োগদান করতে বলেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কৌশলে ১০ই এপ্রিল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের দিন ধার্য করেছেন। রমজানের ছুটি থাকায় শতকরা ৬০ জন শিক্ষক সাক্ষাৎকারের বিষয়টি অবহিন হতে পারেন নি বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।